بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৪শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদীতে স্থাপিত জলসাগাহে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় জলসায় অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবক কর্মী এবং অতিথিদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থান এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অতিথিরা এতে অংশ নেওয়ার জন্য আসছেন বা এসে পৌঁছেছেন। তারা সবাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি, যারা বিশেষ এক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। অতএব এই অতিথিদের আতিথেয়তা করাও এক বিশেষ মর্যাদার বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বের প্রতিটি দেশে যেখানে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই এটি জানেন যে, আমাদেরকে জলসার অতিথিদের সেবা করতে হবে; আর এর জন্য সবাই নিজেদের সময় কুরবানী করেন এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজেদেরকে জামাতের সেবায় পেশ করে থাকেন। বর্তমানে পার্থিবপূজারীদের অগ্রাধিকার ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে, কিন্তু জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা নিজেদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য পেশ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা অতিথির সেবা, সম্মান ও মর্যাদার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহানবী (সা.) নিজের আমল ও বাণীর মাধ্যমে এর উপদেশ দিয়েছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বারবার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং ব্যবহারিক আদর্শ প্রদর্শন করেছেন।

মহানবী (সা.) অতিথিদের ব্যাপারে বলেন, **একদিন ও এক রাতের আতিথেয়তা করো। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিন দিন পর্যন্ত তার আতিথেয়তা করো।** আজকাল জলসার দিনগুলোতে অতিথিরা দূর-দূরান্ত হতে সফর করে আসছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন। তারা তো তিন দিনের বেশি সময়ও অবস্থান করবেন। জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে তারা যত দিনই থাকুন না কেন —তিন থেকে চার সপ্তাহ কিংবা দুই থেকে তিন সপ্তাহ, জামাত তাদের আতিথেয়তা করে এবং করবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার এক মহান অনুগ্রহ যে, জামা'তের কাছে তাদের আতিথেয়তা করার জন্য এত বিপুল সংখ্যক কর্মী প্রস্তুত রয়েছেন যারা কোনো বেতনভুক্ত কর্মী নন। বরং এখানে যুক্তরাজ্যে এই লঙ্গরখানায় সেবার জন্য বহু মানুষ সারা বছরই অতিথিদের সেবার জন্য কিছু না কিছু সময় দিয়ে থাকেন। যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে মানুষের আসা-যাওয়া এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক, আর এ কারণেই আতিথেয়তাও অধিক পরিমাণে করতে হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্য জামা'তের সদস্যরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আতিথেয়তা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অতিথির আবেগ-অনুভূতি অনেক স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাই সর্বদা তাদের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। অতএব আমাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদের সামগ্রিকভাবে অতিথিদের সেবা করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের পেশ করে থাকি, তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে এই সেবার কারণে আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আমাদের কর্মী ভাই-বোনেরা যে আতিথেয়তা করেন —বাইরে থেকে আসা অ-আহমদী এবং অ-মুসলমান অতিথিরাও এর ফলে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তারা এটি দেখে অবাক হন যে, এত হাজার হাজার মানুষের জন্য খাবার রান্না হচ্ছে আর স্বেচ্ছাসেবকরা রান্না করছেন, আবার এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অধীনে তাদের খাওয়ানোও হচ্ছে এবং তাদের সেবাও করা হচ্ছে। তারপর কর্মীদের এক পুরো সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা এখানে পরিচালিত হচ্ছে —যার মধ্যে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, খাবার পরিবেশনের

ব্যবস্থা রয়েছে, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা রয়েছে, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় অসংখ্য বিভাগ রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের স্বেচ্ছাসেবকরা অত্যন্ত সূচারুরূপে কাজ করছেন। বাইরের লোকেরা এটি দেখে খুবই প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়; এটিও ধর্মপ্রচারের একটি মাধ্যম।

অতএব, এখানে আসা প্রতিটি কর্মী, যাদের মধ্যে কিছু পুরনো ও অভিজ্ঞ রয়েছেন, কিন্তু যারা নতুন তাদেরও মনে রাখা উচিত, আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার মানসে এখানে এসেছেন। তাই এর হক আদায় করার পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করুন এবং অতিথির যে প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, তা প্রদান করুন। এটি আপনাদের ঈমানের জন্য অপরিহার্য। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিদের কীরূপ সেবা করতেন বা তাদের খেয়াল রাখাতেন— দৃষ্টান্তস্বরূপ এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (আ.) অতিথিদের অনেক খেয়াল রাখতেন। হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.) লঙ্গরখানার অতিথিদের খেয়াল রাখার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি (আ.) তার মনোযোগ আকর্ষণ করাতেন যে, **এই অতিথিদের বিশেষ খেয়াল রেখো আর সাধারণ দিনগুলোতে অতিথিদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের সেবা করো।** আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাধারণ দিনগুলোতে জামা'তের যেসব অতিথি আসেন, যতটুকু সম্ভব জামা'ত নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সেবা করে থাকে, তবে জলসার দিনগুলোতে এভাবে খেয়াল রাখা সম্ভব হয় না; এখানে একটি সাধারণ আতিথেয়তা হয়, তাই এক্ষেত্রেও খুব বেশি সতর্কতা ও খেয়াল রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত ডক্টর হাশমত উল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, জলসার সময় এক রাতে জামা'তের সম্পাদক হিসেবে সদর আঞ্জুমানের মিটিংয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। মাগরিব ও এশার নামাযের পর মসজিদ মুবারকে মিটিং হওয়ার কথা ছিল এবং সময় কম ছিল। তাই আমি বলি যে, আমি খাবার পরে খেয়ে নেব; যদিও তখন আমার ক্ষুধা লেগেছিল এবং সকাল আটটা থেকে আমি কিছু খাইনি। যাহোক মিটিং শেষ করে অনেক রাতে আমি লঙ্গরখানায় পৌঁছি, তখন রাত ১১টা বেজে গিয়েছিল এবং আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। কিন্তু যখন আমি খাবারের খোঁজ নেই, তখন জানা গেল খাবার শেষ হয়ে গেছে। সেখানে তখন আমাদের এক বন্ধু যান এবং দস্তরখান থেকে এক টুকরো রুটি নিয়ে আসেন আর বলেন, লঙ্গরখানা তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, এই টুকরোটি আপনি খেয়ে নিন। তিনি বলেন, আমি সেই টুকরোটি চিবাতে শুরু করি, ঠিক তখনই আমার ঘরের দরজায় একটি শব্দ আসে, **কোনো অতিথি কি ক্ষুধার্ত আছেন যিনি এখনো খাবার খাননি? চলে আসুন এবং লঙ্গরখানায় গিয়ে খাবার খেয়ে নিন।** এরপর আমি লঙ্গরখানায় পৌঁছে যা পেলাম তা কৃতজ্ঞতার সাথে খেলাম। পরের দিন সকাল ১০টায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মসজিদ মুবারকের ছোট্ট সিঁড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি আর তিনি তাঁর সেবকদের অত্যন্ত আবেগের সাথে বলছিলেন, **অতিথির খাবার ইত্যাদির উত্তম ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কারণ রাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই এলহাম করে জানিয়েছেন যে, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ অর্থাৎ, হে নবী! ক্ষুধার্ত ও যাচনাকারীদের খাবার খাওয়াও।** এর ফলে আমি বুঝতে পারি, এই ঐশী বার্তার কারণেই রাতে আমার দরজায় কড়া নাড়া হয়েছিল এবং কেউ আমাকে খাইয়েছিল।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানে আমাদের জলসার ব্যবস্থাপনার খেয়াল রাখা উচিত যে, যেসব অতিথি দেরিতে আসেন এবং কখনো কখনো রাতে দীর্ঘ পথ সফর করে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন, তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে এই সতর্কতা থাকা উচিত যেন

খাবার ভালো অবস্থায় থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, **আমার অনুসারীগণ দরিদ্র হোক বা ধনী, তাদের সাথে আমার একই রকম সম্পর্ক। তাই একই ধরনের খাবার রান্না করো, পোলাও-মাংস দিলে সবাইকে দাও আবার ডাল দিলে তাও সবাইকে দাও।**

হুযূর (আই.) অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই বিষয়টি অতিথিদেরও খেয়াল রাখা উচিত যে, লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনায় যে খাবার রান্না হয়, যা-ই পাওয়া যায়, তা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে খেয়ে নেওয়া উচিত। আর আপনারা যখন এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে এসেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে এসেছেন যে, আমরা এখান থেকে আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণ করব, তবে আধ্যাত্মিক খাদ্যের দিকেই বেশি মনোযোগ থাকা উচিত। আর খাবারে কোনো ঘাটতি বা কমবেশি হলেও তা সহ্য করে নেওয়া উচিত, কোনো প্রকার দাবি-দাওয়া পেশ করা উচিত নয়। একই সাথে আমি এটিও বলতে চাই , খাবার নষ্ট করবেন না। যতটুকু পান ততটুকুই নিন, যতটুকু আপনি খেতে পারেন ততটুকু নিন। হুযূর আনোয়ার (আই.) অতিথিদের স্মরণ করিয়ে বলেন, জলসার এই দিনগুলোতে জলসার অনুষ্ঠানমালা নিয়মিত শোনার প্রতি মনোযোগ দিন। নামাযের দিকে নিয়মিত মনোযোগ দিতে হবে এবং জামা'তের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এই দিনগুলোতে যারা এখানে তাঁবুতে বা প্যান্ডেলে থাকছেন, তাদের সবার উচিত তাহাজ্জুদের সময় যখন জাগানো হয় তখন জেগে উঠা; কারণ এটিই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আপনারা এখানে এসেছে। এটি যখন অর্জিত হবে, তখন আপনারা নিজেদের এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের সংশোধনকারী হয়ে যাবেন।

একইভাবে অন্যান্য বিভাগগুলোও রয়েছে। সেখানেও প্রতিটি বিভাগের কর্মীর চেষ্টা করা উচিত যেন যথাসম্ভব অতিথির আরামের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। শৌচাগার পরিষ্কারের বিভাগ হোক, ট্রাফিক বিভাগ হোক, পার্কিং বিভাগ হোক বা নিরাপত্তা বিভাগ হোক সেখানে নিরাপত্তা তো থাকতেই হবে, তবে মানুষের সাথে সতর্কতা, সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। অতএব, আমাদের এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত। আর এখানে জলসাগাহের ভেতরেও নীরবতা বজায় রাখার যে ব্যবস্থা রয়েছে, এতেও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সতর্কতার সাথে কাজ করুন। অতঃপর হুযূর আনোয়ার (আই.) আবহাওয়া শুষ্ক থাকার প্রেক্ষাপটে যত্রতত্র আগুন না জ্বালানোর তাগিদ দিয়ে বলেন, **যেকোনো ধরনের স্ফুলিঙ্গ বা আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ এর ফলে কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।**

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বললেন, নিজেদের ঈমানের মান উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিন। এই দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি বেশি জোর দিন। অবসর সময়ে যেখানেই বসে আছেন— দরূদ শরীফ, দোয়া এবং ইস্তিগফারের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। বাজে কথা বলার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা ধর্মীয় আলোচনা করুন। একইভাবে এই দিনগুলোতে কিছু প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে, আপনাদের সেগুলো দেখার জন্যও যাওয়া উচিত এবং আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে দেখা উচিত। এটি আপনাদের জন্য জ্ঞানগত দিক থেকেও লাভজনক এবং ধর্মীয় দিক থেকেও লাভজনক হবে। অতএব এসব বিষয়ের প্রতি যদি খেয়াল রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আপনারা জলসা থেকে পরিপূর্ণরূপে লাভবান হবেন। আল্লাহ্ করুন আপনারা সবাই যেন এই জলসা থেকে সব দিক থেকে লাভবান হতে পারেন আর জলসার যেসব বরকত রয়েছে, তা যেন সর্বদা আপনাদের জীবনের অংশে পরিণত হয় এবং আগামী প্রজন্মের জন্যও জীবনের অংশ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org**-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)